দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ... | ... ... | ... ...

বিচারপতি নূরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট

মন্ত্রিসভায় রদবদল

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গতকাল রাতে বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলামকে বাংলাদেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেছেন। তিনি ৬ জন নয়া মন্ত্রী, ৪ জন প্রতিমন্ত্রী ও ৫ জন উপমন্ত্রীও নিয়োগ করেছেন। খবর বাসস'র।

বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট, নবনিযুক্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, মন্ত্রীবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নবনিযুক্ত মন্ত্রীরা হচ্ছেনঃ এম সাইদুজ্জামান, এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ, কে খন্দকার, মাহবুবুর রহমান, জাফর ইমাম, সাবেক বাণিজ্য সচিব এম মতিউর রহমান এমপি ও

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

বিচারপতি নূরুল ইসলামের জীবনী

বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম এম এ, এল এলবি ১৯২৫ সালে সাবেক ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমাধীন খলিলপুর গ্রামে এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র জীবন শেষে তিনি ১৯৫১ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকা হাই কোর্টে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি সুপ্রীম কোর্টে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৬৮ সালের ২১ অক্টোবর তিনি ঢাকা হাই কোর্টে এডিশনাল জজ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে তিনি জজ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল রাতে বঙ্গভবনে মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। খবর বাসস'র।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ... | ... ... | ... ...

মন্ত্রী সভা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবদুর রহিদ ইঞ্জিনিয়ার এমপি।

এয়ার ভাইস মার্শাল এ, কে খন্দকার দেশের বাইরে রয়েছেন তাই তিনি পরে শপথ গ্রহণ করবেন।

মেজর জেনারেল (অবঃ) মহব্বত জান চৌধুরী, এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) কে, এম আমিনুল ইসলাম, হাশিমউদ্দিন আহমদ, মোমিনদ্দিন আহমদ ও এম, এ সাত্তার এই পাঁচজন মন্ত্রী এর আগে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট তাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন।

পাট প্রতিমন্ত্রী জাফর ইমাম পূর্ণ মন্ত্রীপদে উন্নীত হয়েছেন।

নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রীরা হচ্ছেনঃ সরদার আমজাদ হোসেন, মোস্তফা জামাল হায়দার, অধ্যাপক আব্দুল সালাম ও মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসাইন চৌধুরী।

নয়া উপমন্ত্রীরা হচ্ছেনঃ ওয়াজিদ আলী খান পন্নি, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এইচ, এম, এ গাফফার, গোলাম সারোয়ার মিলন, মাহমুদুর রহমান চৌধুরী ও নূরুল আমিন খান পাঠান।

উপমন্ত্রী বেগম মমতা ওহাবও পদত্যাগ করেছেন। মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপপ্রধানমন্ত্রীত্রয়— মওদুদ আহমদ, অধ্যাপক এম, এ, মতিন ও কাজী জাফর আহমদ তাদের স্ব স্ব পদে বহাল রয়েছেন। মওদুদ আহমদ তার পুরনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্রে রয়েছেন। অধ্যাপক মতিন ও কাজী জাফর আহমদকে নয়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

নবনিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ, কে, এম নূরুল ইসলামকে বিচার ও আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নয়া দায়িত্বের পূর্বে তিনি মন্তরণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর পুরনো মন্ত্রণালয় ডাক ও তার যোগাযোগের দায়িত্ব রয়েছেন।

মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বন্টন করা হয়। নীচে তার বিবরণঃ উপপ্রধানমন্ত্রীত্রয়ঃ মওদুদ আহমদ— শিল্প, অধ্যাপক এম, এ মতিন— স্বরাষ্ট্র ও কাজী জাফর আহমদ— বন্দর, জাহাজ চলাচল ও আইডব্লিউটি।

মন্ত্রীবৃন্দঃ মেজর জেনারেল (অবঃ) এম শামসুল হক— ত্রাণ ও পুনর্বাসন, মেজর জেনারেল (অবঃ) এম, এ মুনএম— বাণিজ্য, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন— স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ— সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সিরাজুল হোসেন খান— মৎস্য ও পশু পালন, বেগম রাবিয়া ভূঁইয়া— সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক, আনোয়ার হোসেন (মঞ্জু)— জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী— পররাষ্ট্র বিষয়ক, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী— স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, এ, কে, এম, মাঈদুল ইসলাম— ভূমি সংস্কার ও ভূমি প্রশাসন, মীর্জা রুহুল আমিন— কৃষি, মাওলানা এম, এ মান্নান— ধর্ম বিষয়ক, সফিকুল গণি— পূর্ত, সুনীল কুমার গুপ্ত— বস্ত্র, আনোয়ার জাহিদ— তথ্য, এম সাইদুজ্জামান— অর্থ, এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ, কে খন্দকার— পরিকল্পনা, মাহবুবুর রহমান— শিক্ষা, জাফর ইমাম— পাট, এম মতিউর রহমান— যোগাযোগ ও আব্দুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার— শ্রম ও জনশক্তি।

মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসানকে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি।

প্রতিমন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ঃ শেখ শহীদুল ইসলাম— যুব ও ক্রীড়া, এ সাত্তার— বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন, সরদার আমজাদ হোসেন— খাদ্য, মেজবাহউদ্দিন আহমদ— শিল্প, বিনয় কুমার দেওয়ান— স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, মোস্তফা জামাল হায়দার— শ্রম ও জনশক্তি, অধ্যাপক এ, সালাম— কৃষি ও মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসাইন চৌধুরী— জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ।

উপমন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ— বন্দর, জাহাজ চলাচল ও আইডব্লিউটি, এ, এফ, এম ফখরুল ইসলাম মুনশি— অর্থ, ওয়াজিদ আলী খান পন্নি— পররাষ্ট্র বিষয়ক, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এইচ, এম, এ গাফফার বীর উত্তম— বাণিজ্য, গোলাম সারোয়ার মিলন— শিক্ষা, মাহমুদুর রহমান, চৌধুরী— যোগাযোগ ও নূরুল আমিন খান পাঠান— স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা।

ইতিমধ্যে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জাকির খান চৌধুরী ও মাহবুবুজ্জামান মন্ত্রীর পদমর্যাদায় উপদেষ্টা হিসেবে বহাল থাকবেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৯৭৭ সালের ৮ জুলাই বিচারপতি ইসলাম প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৮২ সালে তিন দ্বিতীয়বারের মতো উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তিনি সাফল্যের সাথে কয়েকটি জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করেন যা তার জন্যে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৮০ সালে রোডেশিয়ায় (বর্তমান জিম্বাবী) অনুষ্ঠিত বিখ্যাত নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দান করেন।

জনাব ইসলাম একজন প্রতিভাধর খ্যাতিমান আইনজীবী ছিলেন। বার-এ মরহুম শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জুনিয়র হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। তিনি ঢাকার সিটি কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সিনিয়র প্রফেসর ছিলেন। তিনি তৎকালীন হাই কোর্ট বার সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

বিচারপতি জনাব ইসলাম বর্তমানে বহু সংস্থার সাথে জড়িত। তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, সউদি আরব, লেবানন এবং চীন সফর করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বিশিষ্ট কবি বেগম জাহানারা আরজু এম এ, জনাব ইসলামের স্ত্রী। তার দু'কন্যা ও দু'পুত্র সন্তান রয়েছে।